



প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: বাংলাদেশ দূতাবাস, মস্কোতে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস-২০২১ উদযাপন।

১৬ ডিসেম্বর ২০২১:

মস্কোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীর শুভলগ্নে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস-২০২১ পালন করেছে। দিবসটি উপলক্ষে পালিত কর্মসূচীর প্রথম পর্বে দিনের প্রথম প্রহরে দূতাবাস প্রাঙ্গণে রাশিয়ান ফেডারেশনে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব কামরুল আহসানের নেতৃত্বে দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের আত্মার শান্তি এবং দেশের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে একটি মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্বে নতুন প্রজন্মসহ সর্বস্তরের জনগণকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের শিক্ষায় আলোকিত এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সময় দুপুর ১:৩০ ঘটিকায় (বাংলাদেশ সময় বিকাল ৪:৩০ ঘটিকা) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিচালিত সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের শপথ অনুষ্ঠানে মান্যবর রাষ্ট্রদূতসহ দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করে শপথ বাক্য পাঠ করেন।

দিবসটি উপলক্ষে সন্ধ্যায় দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারিরা ছাড়াও রাশিয়ায় বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশীরা অংশগ্রহণ করেন। শুরুতেই মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে নীরবতা পালন করা হয়। এরপর দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

আলোচনা পর্বে দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের অনেকে বক্তব্য রাখেন এবং তারা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জিত অভূতপূর্ব উন্নয়নে মাননীয় প্রধামন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মান্যবর রাষ্ট্রদূত তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবজনক বিভিন্ন অধ্যায়ের কথা তুলে ধরেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিভাবে বাঙ্গালী জাতিকে ক্রমান্বয়ে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তোলেন এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন তা বিস্তারিতভাবে তিনি তুলে ধরেন। এছাড়াও রাষ্ট্রদূত মহোদয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ভূয়সী প্রশংসা এবং তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও দেশ পুনর্গঠনে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগীতার বিষয়টিও তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্যের কথা উল্লেখ করে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, উন্নয়নের এমন ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প-২০৪১ হয়তো নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই অর্জন করা সম্ভব হবে।

সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলার প্রত্যাশায় আলোচনা পর্ব শেষে মান্যবর রাষ্ট্রদূত উপস্থিত অতিথীদের নিয়ে কেব ক্যাটেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

